যুগান্তর

তারিখ 05 SEP 2016

তিন যুগে মাত্র তিন সমাবর্তন

আব্দুল্লাহ আল মামুন, *ইবি*

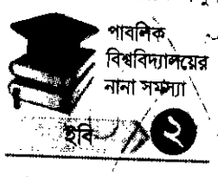

স্বাধীনতা-উত্তর প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রথম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার তিন যুগ পার হলেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন হয়েছে মাত্র তিনবার। সর্বশেষ ২০০২ সালের ২৮ মার্চ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ এ বিদ্যাপীঠে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ— উচ্চশিক্ষার মূল সার্টিফিকেট হাতে পেতে শিক্ষার্থীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করলেও প্রশাসনের এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। কবে নাগাদ সমাবর্তন হতে পারে সে বিষয়েও সুস্পষ্ট কোনো ধারণা দেয় না তারা। যথাসময়ে সমাবর্তন না হওয়ায় সবার মাঝেই রয়েছে ক্ষোভ। অনেকের অভিযোগ, সাময়িকভাবে দেয়া সার্টিফিকেট অনেক প্রতিষ্ঠান সন্দেহের চোখে দেখে। এ নিয়ে মাঝেমধ্যেই ভোগান্তিতে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং তথ্য প্রকাশনা ও জনসংযোগ অফিস সূত্রে জানা যায়, শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার ১৪ বছর পরে প্রথম সমাবর্তন হয় ১৯৯৩ সালের ২৭ এপ্রিল। এর অর্ধযুগ পর ১৯৯৯ সালের ৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় সমাবর্তন। তার তিন বছরের মাথায় ২০০২ সালের ২৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় ও সর্বশেষ সমাবর্তন। এতে অনার্সের ৫৫ জন, মাস্টার্সের ৬০ জন, অনার্স-মাস্টার্সের ১৪৩ জন, উচ্চতর গবেষণা এমফিলের ৬ জন, পিএইচডি ডিগ্রিধারী ১৭ জনসহ মোট ২৮১ জনকে মূল সনদপত্র দেয়া হয়। এ ছাড়া অনুষদভিত্তিক সর্বোচ্চ রেজাল্টের জন্য ৯ জনকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কোনো সমাবর্তন হয়নি। কবে নাগাদ হবে তাও

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সমস্যা
ইবি ২

■ পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

তিন যুগে মাত্র তিন সমাবর্তন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জানে না গ্র্যাজুয়েশন করা শিক্ষার্থীরা। অথচ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী প্রতিবছর সমাবর্তন হওয়ার কথা। বিষয়টিকে উচ্চশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে মনে করছেন এখানকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। তারা বলছেন, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের গাফিলতি এবং বিষয়টি অমূলক মনে করায় এমনটি হচ্ছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর ও বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. রাশিদ আসকারী বলেন, 'সমাবর্তন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ববৃহৎ একাডেমিক উৎসব বলে আমি মনে করি। সমাবর্তন প্রতিবছর না হলেও স্বল্প বিরতিতে এটা হওয়া অত্যাবশ্যক। এর মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গ্র্যাজুয়েট ও অ্যালামনাইয়ের মধ্যে যে মিথস্ক্রিয়া হয় সেটি খুবই আশাব্যঞ্জক। সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ওরিয়েন্টেশন দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় এবং কনভোকেশনের মধ্য দিয়ে একাডেমিক শিক্ষার সমাপনী ঘটে।'

এদিকে দীর্ঘ ১৩ বছরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন না হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়ছেন এখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা। তাদের অভিযোগ— চাকরির আবেদনপত্রে সাময়িক সার্টিফিকেট সংযুক্ত করলে এর সত্যতা নিয়ে প্রায়ই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়ে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র আলী আক্কাস বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেয়া প্রভিশনাল সার্টিফিকেট (সাময়িক সনদপত্র) নিয়ে বিভিন্ন সেক্টরে চাকরির আবেদন করলে এ ধরনের নর্মাল কাগজের সার্টিফিকেট কেন দেয়া হয় এ ধরনের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, সমাবর্তন হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। না হওয়াটা দুঃখজনক। সবাইকে নিয়ে দ্রুত সমাবর্তনের ব্যবস্থা করা হবে।